দৈনিক বাংলা

তারিখ 18 JAN 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

007

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

বিরল সততা!

আমাদের সমাজে সততার আকাল পড়েছে এমন কথা বলতে চাই না। সত্যি বলতে কি সব সময়ে সততা আমরা আশাও করি না। সততায় একেবারে অনভ্যস্ত হয়ে না উঠলেও সততাকে স্বাভাবিক মনে করার অভ্যাস আর নেই আমাদের। হঠাৎ করে সততার কোন দৃষ্টান্ত দেখলে আমাদের কাছে ব্যতিক্রমী ঘটনা মনে হয়, একটু বুঝি অবাকই হই আমরা।

যশোরের একজন স্কুল ছাত্রের সততা দেখে যেমন অবাক হয়েছি আমরা। দৈনিক বাংলার রিপোর্টে বলা হয়েছে, স্কুল ছাত্র সাজ্জাদ কুড়িয়ে পাওয়া ১০৫০ মার্কিন ডলার (প্রায় ৩৮ হাজার টাকা) থানায় জমা দিয়ে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। অনন্য বিশেষণটি অত্যন্ত লাগসই। এ রকম হয় না। তাহলে কি রকম হয়? উক্ত স্কুল ছাত্র কুড়িয়ে পাওয়া মার্কিন ডলার সেফ আত্মসাৎ করতে পারত। এত একেবারে পড়ে পাওয়া ষোল আনা। আপসে আপ আসা হালাল পাওয়া। লোকজন কত কষ্ট করে কত ঝুঁকি নিয়ে প্ল্যান-প্রোগ্রাম করে তারপর আত্মসাৎ করে। কখনও তহবিল তসরুফ, কখনও গুদামের পণ্য হাওয়া করা—কত রকমের ব্যবস্থা যে আছে। ওই স্কুল ছাত্রের কুড়িয়ে পাওয়া ডলারের বেলায় তেমন কোন অসুবিধাই ছিল না। টাকাটা আত্মসাৎ করতে পারলে তার সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেত তা বলা যাবে না। তাহলেও আত্মসাৎ না করাটা অসাধারণ ঘটনা। প্রায় সবাই যখন ক্ষ্যাপার মত পরশ-পাথর খুঁজে ফিরছে (তবে ছুঁড়ে ফেলছে না কিছুই, যা পাচ্ছে তাই নিচ্ছে) তখন কুড়িয়ে পাওয়া ধন থানায় জমা দেয়া অভূতপূর্ব ঘটনা বইকি। কিন্তু একথা আমরা প্রায় ভুলেই গেছি যে এটাই স্বাভাবিক। অন্যের জিনিস আমি নেব কেন? সেটা তো ফিরিয়ে দেয়ারই কথা।

স্কুল ছাত্রের সততার প্রশংসা করি আমরা। তার ব্যতিক্রমী কাজ অন্যদেরও অনুপ্রাণিত করবে বলে আমরা আশা করব।